গত ৫ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখ, মঙ্গলবার মহান জাতীয় সংসদে পাস হওয়া "গ্রামীণ ব্যাংক আইন ২০১৩"-এর উপর অর্থ মন্ত্রণালয়ের অবস্থান

(১৩ নভেম্বর ২০১৩, বুধবার)

গ্রামীণ ব্যাংক আইন সংশোধন নিয়ে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং তার সমর্থকবৃন্দ অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছেন। তাই এখানে কি সংশোধন করা হয়েছে সেটা বিবৃত করা হলোঃ

অর্থমন্ত্রী এই বিষয়ে সংসদে বক্তব্য দানকালে বলেছেন যে, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করে সংশোধন করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অবৈধ সরকারের আমলে গৃহীত সব আইনই নতুন করে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করা হচ্ছে। দ্বিতীয় যে কারণে সংশোধন হয়েছে তা হলো ইতিমধ্যে পরিবর্তিত বিভিন্ন সংস্কার যা ব্যাংকিং খাতে সর্বত্র প্রযোজ্য সেগুলোও এই আইনে রাখা হয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংককে সরকার দখল করে নেবে অথবা ভেঙ্গে উনিশ টুকরো করবে এই ধরনের অপপ্রচার যে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক গ্রামীণ ব্যাংক আইনের সংশোধন সেটাই প্রমাণ করছে। ১৯৮৬ সালে এই আইনের ৭ ধারা সংশোধন করে সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কমিয়ে ২৫ শতাংশ করা হয় এবং ঋণগ্রহীতা শেয়ার ৭৫ শতাংশে বাড়ানো হয়। বর্তমান সংশোধনে এই অবস্থানটি অপরিবর্তিত রয়েছে।

আইনের সংশোধন হয়েছে নিম্নোক্ত ধারা বা উপধারায়ঃ

(১) ২ ধারায় সংজ্ঞার ক্ষেত্রে ৪ উপধারায় পরিবারের সংজ্ঞা যা সার্বিকভাবে সর্বত্র গৃহীত সেইটিই উপস্থাপন করা হয়েছে।

(২) ৩ ধারার ২ উপধারা পরিবর্তন করে বলা হয়েছে যে, ব্যাংকিং কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর কতিপয় ধারা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এইটি নতুন কিছু নয়; কারণ ১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক সমুদয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ে যা করতে পারে বিশেষ করে ৪৪ এবং ৪৫ ধারায় তা প্রায় দুই দশক আগে থেকেই গ্রামীণ ব্যাংকে প্রযোজ্য হয়েছে।

(৩) ৪ ধারায় ১৯৮৩ সালে ব্যাংক কিভাবে স্থাপিত হয় তার বিস্তৃত বিবরণ ছিল এখন শুধু বলা হয়েছে যে, ৮৩ সালের ব্যাংকটা নতুন আইনে স্থাপিত হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

(৪) ৬ এবং ৭ ধারায় অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধন এই সরকার ক্ষমতায় আসার আগেই যথাক্রমে ১০০০ কোটি এবং ৩৫০ কোটিতে উন্নীত করা হয়। সংশোধিত আইনে সেই বাস্তবতাই অনুসরণ হয়েছে।

(৫) ৮ ধারা নিয়ে অনেক মিথ্যা প্রচার হচ্ছে। সেখানে বলা হচ্ছে যে, ৮ ধারায় নীতি নির্ধারণ বিষয়ে সরকারের পরামর্শ নিতে হবে। বাস্তবে ৮ ধারায় কোন পরিবর্তন হয় নি এবং পরিচালনা বোর্ডই নির্দেশনা এবং তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে আছেন।

(৬) ১০ ধারায় একটি পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং তা হচ্ছে চেয়ারম্যানের সাময়িক অনুপস্থিতিতে শুধু সরকার মনোনীত পরিচালক থেকেই চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতে পারেন। জেনে রাখা ভাল যে মূল আইনেই চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন।

(৭) পরিচালকের মেয়াদ বর্তমানে সব ব্যাংকের ক্ষেত্রেই ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ দ্বারা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এই বাস্তবতাই সংশোধনীতে তুলে ধরা হয়েছে।

(৮) ১৪ ধারায় ২০১২ সালে একটি সংশোধন হয় এবং সেটাই বহাল আছে। পুরনো আইনে ছিল যে, নির্বাহী পরিচালককে নিযুক্তি দেবার জন্য পরিচালনা পর্ষদ একটি বাছাই কমিটি গঠন করবে। এই কাজটি এক বছর করা যায় নি, কারণ অধ্যাপক ইউনূসের সমর্থকরা তাকে বাছাই কমিটির সভাপতি না করলে কমিটি হতে দেবেন না বলে সিদ্ধান্ত নেন। সেজন্য ২০১২ সালে আমরা সংশোধন করি যে,

গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই কমিটি নিযুক্ত করবেন। এই ব্যবস্থাটি নতুন আইনেও বহাল আছে।

(৯) ১৭ ধারায় একটি প্রয়োজনীয় সংশোধনী করা হয়েছে। ঋণগ্রহীতা শেয়ার হোল্ডারদের যখন নির্বাচন হবে সেই সময়টি যাতে ব্যাংকের কার্যক্রম চলতে পারে সেখানে সচরাচর যে ৪ জন সদস্য দিয়ে কোরাম হয় সেইটি ঐ সময়ের জন্য ৩ জনে পরিবর্তন করা হয়েছে।

(১০) ২৩ ধারায় ৩০ বছর আগে শুধু দুইজন চাটার্ড একাউন্ট্যান্টকে নিযুক্তি দিলেই চলতো। এখন সেক্ষেত্রে দুইটি চাটার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট প্রতিষ্ঠানকে এই দায়িত্ব দেয়া হয় (ব্যক্তির পরিবর্তে প্রতিষ্ঠান)। এই বাস্তবতাকেই এই সংশোধনে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

(১১) ২৮ ধারা অনুযায়ী যে কোন গ্রামীণ ব্যাংক কর্মকর্তা সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করতে পারতেন। এক্ষেত্রে অনেক অনর্থ হয়েছে। সেজন্য এই ক্ষমতাকে সংকুচিত করে দরিদ্র মহিলা ঋণগ্রহীতাদের জুলুম, অবিচার থেকে রক্ষাকল্পে মামলা দায়েরের কর্তৃত্ব জোনাল অফিসারের স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

(১২) ৩০ ধারা সরল বিশ্বাসে কাজের জন্য বিশেষ বিধান ছিল। এখন এই বিধানের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এখন এটা একটি মৌলিক আইনের মাধ্যমে সর্বত্রই প্রচলিত।

(১৩) ৩১ ধারায় ৩০ বছর আগে যে নিম্নমানের আর্থিক দন্ড ছিল সেটাকে বাড়ানো হয়েছে। ভুল বিবৃতি দিলে অথবা দলিল হস্তান্তর না করলে ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং গ্রামীণ ব্যাংকের নাম ব্যবহার করলে ১ লাখ টাকা জরিমানা হবে।

(১৪) ৩৪ ধারায় আয়কর অব্যাহতির বিধান সংশোধন করা হয়েছে। কারণ ইতিমধ্যে প্রচলিত আয়কর আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র জাতীয় রাজস্ব বোর্ডই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আয়কর হতে অব্যাহতি দিতে পারে এবং সেভাবেই ইতিমধ্যে গ্রামীণ ব্যাংককে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা দেয়া হয়েছে।

(১৫) ৩৫ ধারায় বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা এখন সরকারকে দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী সর্বত্রই বিধি প্রণয়নে সরকারের অনুমোদন লাগে। প্রবিধান প্রণয়ন পরিচালনা পর্ষদ করতে পারে। দেশে প্রচলিত সকল আইনের অনুরূপ বিধান রয়েছে। সেই সর্বস্বীকৃত ব্যবস্থাকেই আবার প্রচলন করা হয়েছে।

(১৬) ৩৬ এবং ৩৭ ধারা সব আইনে আছে। একটা নতুন আইনে অসুবিধা দূর করতে, আর অন্যটা রহিতকরণ এবং হেফাজতের দায়িত্ব সরকারকে দেয়া হয়। এখানেও তাই করা হয়েছে।

যারা একটু কষ্ট করে পুরনো আইনের সঙ্গে সংশোধিত আইনের পার্থক্য বিবেচনা করবেন তারা সহজেই দেখতে পারবেন যে, সরকারকে কোন অতিরিক্ত ক্ষমতা মোটেই দেয়া হয় নি। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সব সংসদীয় গণতন্ত্রেই সরকারের আছে, প্রবিধান প্রণয়ন প্রতিষ্ঠানই করতে পারে। এখানে সেই ব্যবস্থাই কার্যকরী করা হয়েছে।

২টি ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে ১০ ধারা এবং ১৭ ধারা সেগুলো শুধু নির্দিষ্ট সময় এবং নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে ব্যবহার করা যাবে। নিযুক্ত চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে একজন সরকার মনোনীত ব্যক্তি চেয়ারম্যান হবেন এবং ঋণগ্রহীতা শেয়ার হোল্ডার নির্বাচনকালে পরিচালনা পর্ষদে কোরাম ৪ থেকে ৩ এ কমবে।

===